যায়যায়দিন

তারিখ 4 FEB 2009
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

JaiJaiDin
■ Dhaka ■ Wednesday ■ 4 February 2009

দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার পরিকল্পনা

প্রয়োজন পর্যাপ্ত স্কুল ও শিক্ষক

শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করছে বর্তমান সরকার। প্রস্তুত করা হচ্ছে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি। শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের এতোসব উদ্যোগের কারণ নির্বাচনের আগে দেয়া প্রতিশ্রুতি।

ক্ষমতাসীন দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা খাতের উন্নয়নে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দেয় তার মধ্যে ছিল ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নেট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীতকরণ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা। এছাড়া পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল এবং ঢাকার প্রতিটি থানায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষার উন্নয়নে নানামুখী পরিকল্পনার কথাও রয়েছে।

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় ৬ হাজার ৫০০ শিশু জন্মগ্রহণ করে বাংলাদেশে। যায়যায়দিনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এ হিসাবকে সামনে রেখে ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নেট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত করতে হলে প্রতিবছর নতুন করে সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়বে। এটা মোটেই সহজ কাজ নয়; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রতিবছর যে বিপুলসংখ্যক শিশু জন্ম নেয় তাদের শিক্ষার আলোয় আনতে হলে এ পরিমাণ স্কুলই স্থাপন করতে হবে।

জানা যায়, বর্তমানে দেশের ১৯ হাজার গ্রামের একটিতেও বিদ্যালয় নেই। দেশের উপজেলাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ উপজেলায় নেই কোনো সরকারি হাই স্কুল। যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাতে যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী আছে সে তুলনায় শিক্ষকের পরিমাণ একেবারেই কম। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই এর বেশিরভাগ ঝরে পড়ছে। সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে এদের ঝরে পড়া রোধ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে।

প্রতিবছর শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। পথশিশু, হতদরিদ্র, চরবাসী- এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে হবে এবং ভর্তির পর প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়া শেষ করার আগ পর্যন্ত এদের টিকিয়ে রাখতে হবে। এ ধরনের জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রয়োজনটা সরকারকে অনুধাবন করতে হবে। সম্ভাব্য ঝরে পড়াদের কাছে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে এবং শিক্ষক ও স্কুল কমিটিকে ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মনিটরিং করতে হবে। শিক্ষাদানে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং শিক্ষকদের ওপর সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মনিটরিং করতে হবে। তারা ছাত্রদের কী শেখাচ্ছে, কীভাবে শেখাচ্ছে, কতোটুকু কী করছে ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে হবে।

আমরা মনে করি, শিক্ষার উন্নয়নে সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব নয়। তবে এজন্য পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এ খাতে যা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কি না নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে গন্তব্যে সরকার অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে।